যুগান্তর

তারিখ 31 MAR 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

চার বছরে ঝরে পড়ল সোয়া ৫ লাখ শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

মাত্র চার বছরে ৫ লাখ ৩১ হাজার শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। এসব শিক্ষার্থী চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরীক্ষায় বসেনি।

ঝরেপড়ার ঘটনা নতুন নয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঝরেপড়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, দারিদ্র্য, বিদেশে পাড়ি জমানো এবং টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া। এছাড়া বিয়ে এবং ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করাও ঝরেপড়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বোর্ডের চেয়ারম্যানেরা।

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ২ এপ্রিল

আগামী ২ এপ্রিল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হবে। এই পরীক্ষা সামনে রেখে দু'বছর আগে একাদশ শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল ১১ লাখ ৭৯ হাজার ৭৩২ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৯ লাখ ৩৫ হাজার ১৪৫ জন এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। বাকি ২ লাখ ৪৪ হাজার ৫৮৭ জন ঝরে পড়েছে।

পরীক্ষা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসএসসি পাসের পর সবাই শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারে না। কিছু শিক্ষার্থী বিদেশে লেখাপড়া করতে চলে যায়। কিছু কাজের সন্ধানে যায়। টেস্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের আমরা বোর্ডের পরীক্ষার অনুমতি দিই না। এভাবে নানান কারণে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী কমেছে।

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৮৬ জন অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ২ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪১ অনিয়মিত পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে গত বছরের এইচএসসিতে পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা ১ লাখ ৪২ হাজার ৮৬১, দুই বিষয়ে ফেল করা ৫২ হাজার ৯৮৬ এবং সব বিষয়ে ফেল করা ৪৩ হাজার ৪০৭ জন আছে। এছাড়া প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ৩২৬২ এবং মান উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ৬ হাজার ২৫ জন।

গত দু'বছরে সবচেয়ে বেশি ঝরে পড়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মাদ্রাসা বোর্ড। অন্য ৮ বোর্ডেও কমবেশি ঝরে পড়েছে।

ওদিকে এবারে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ২ লাখ ৮৬ হাজার ৮২৯ জন ঝরে পড়েছে। এসব শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেও পরীক্ষা দেয়নি। ঝরেপড়াদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে কারিগরি বোর্ডে ৬৮ হাজার। এর পরের অবস্থান মাদ্রাসা বোর্ডের, ৪৭ হাজার। তৃতীয় অবস্থানে ঢাকা বোর্ড।

এদিকে গত বছর এইচএসসি ও সমমানে মোট ১২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ জন পরীক্ষা দেয়। এবার তার চেয়ে ৩৪ হাজার ৯৪২ পরীক্ষার্থী কম। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৬৯৭ এবং ছাত্রী ৫ লাখ ৪৭ হাজার ৯৮৯ জন। পরীক্ষার্থী কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, দুই কারণে এমনটি হয়েছে। প্রথমত, ২০১৫ সালে এসএসসিতে ২০১৪ সালের তুলনায় কম পাস করেছে। ফলে ২০১৬ সালের চেয়ে এবার পরীক্ষা কম। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ২০১৩ সালে যশোর বোর্ডে এসএসসিতে ফল বিপর্যয় ঘটেছিল। ওই বছর ফেল করা শিক্ষার্থীরা ২০১৪ সালের এসএসসি পাস করে ২০১৬ সালে এইচএসসি দিয়েছে। এর ফলে মনে হতে পারে, ২০১৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বেশি ছিল, যা এবার এসে কমেছে। আসলে এইচএসসিতে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সাধারণ গতি ঠিকই আছে। বরং যশোর বোর্ডের অস্বাভাবিক ঘটনা না থাকলে এবার ১১ হাজার ৫৫৩ পরীক্ষার্থী বেশি থাকত।

উল্লেখ্য, এবারের মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে এইচএসসিতে আছে ৯ লাখ ৮২ হাজার ৭৮৩ জন। মাদ্রাসার আলিমে ৯৯ হাজার ৩২০, কারিগরি বোর্ডের এইচএসসি বিএমে ৯৬ হাজার ৯১৪ এবং ঢাকা বোর্ডের অধীন ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজে ৪ হাজার ৬৬৯ জন আছে। সব মিলিয়ে ২৪৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। সারা দেশে ৮৮৬৪ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এবারের পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৪৩৬৫টি কলেজ, ২৭০৩টি মাদ্রাসা, ১৭৭৮টি কারিগরি এবং ১৮টি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট। সংবাদ সম্মেলনে এছাড়া কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বোর্ড চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।